

20

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত পক্ষ সমীপে

আমরা সরিষাবাড়ি ডিগ্রী কলেজের নিয়ামত ছাত্র। আমরা ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৮ সালের বিএ (পাস) পরীক্ষা সরিষাবাড়ী কলেজ কেন্দ্র থেকে দিয়েছি। আমাদের নির্বাচিত বিষয়সমূহের পরীক্ষা ১৯-১১-৮৮ ইং তারিখে শুরু হয়ে ৫-১২-৮৮ ইং তারিখে সূচনা ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত পরীক্ষা পরিদর্শক টিম উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ৫-১২-৮৮ ইং তারিখে আমাদের নির্বাচিত বিষয়সমূহের পরীক্ষা শেষ হয়নি তাদের পরীক্ষা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে শেষ হয়ে ঐ কেন্দ্রের সব পরীক্ষা ২২-১২-৮৮ ইং তারিখে শেষ হয়। কিন্তু সব পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর গত ২৫-১২-৮৮ ইং তারিখে দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র ও কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত সব পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, কত পক্ষ পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর কেন সব পরীক্ষা বাতিল করলেন? যদি প্রথম থেকেই পরীক্ষা সচলভাবে অন্তর্ভুক্ত না হতো তা হলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার বহু পূর্বেই তো কত পক্ষ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করতে পারতেন। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, ব্যাপক

জনমত

দুর্নীতির অভিযোগে সব পরীক্ষা বাতিল করা মোটেই সংগতিযুক্ত হয়নি। এ গরীব দেশে অভিভাবক গণ বহু কষ্ট করে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ বহন করেন। এ অবস্থায় ছেলেমেয়েদের একটি বৎসর নষ্ট হলে আর্থিক দিক দিয়ে তারা যে কত ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং তাদের ছেলেমেয়ে তথা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনেও নেমে আসবে চরম হতাশা তা বলই বাহুলা।

তাই এভাবে নির্বিচারে অসংখ্য নিরীহ ও নিরপরাধ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণাটি প্রত্যাহার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ আবুল হোসেন ও
রফিকুল ইসলাম
সরিষাবাড়ী ডিগ্রী কলেজ,
সরিষাবাড়ী।